শাইখ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

# কুরআন-হাদিসের নির্বাচিত ১০০ দুআ

অনুবাদ, তাখরিজ ও সংযোজন

**উস্তায মাহমুদ সিদ্দিকী**

এনফিল্ড
পাবলিকেশন

# সংকলকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার; যিনি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেন। সলাত ও সালাম আল্লাহ্‌র বান্দা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি; যিনি তাঁকে সর্বোত্তমভাবে ডেকেছেন।

আম্মা বা'দ।

এ পুস্তিকাটি সংক্ষিপ্ত একটি দুআর সংকলন। এতে রয়েছে কুরআনুল কারিমের বেশকিছু নির্বাচিত আয়াত এবং হাদিসের অনেকগুলো রিওয়ায়াত। এতে শ্রেষ্ঠ দুআগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পুস্তিকাটি আমি আমার মুসলিম ভাই-বোনদের জন্য সংকলন করেছি। আল্লাহ তাআলার দরবারে কামনা করি, তিনি যেন এর দ্বারা তাদেরকে উপকৃত করেন।

দুআর মধ্যে যখন মুখাপেক্ষিতা, নমনীয়তা, অপারগতা ও গোপনীয়তার সমাবেশ ঘটে এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা, তাঁর নিয়ামাতের স্বীকৃতি ও আপন গুনাহের স্বীকারোক্তি, কাকুতি-মিনতি ও পূর্ণ মনোযোগ—এই সবকিছুর সন্নিবেশ ঘটে, সে দুআ তখন কবুল হওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

# সূচিপত্র


**অনুবাদকের কথা..... ৯**

**দুআ : ভাবনা, আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতা.....১৩**

দুআরশক্তি ও ক্ষমতা.....১৯

দুআ কবুলের শর্তাবলি.....২১

দুআ কবুল না হওয়ার কারণসমূহ.....২৮

যেসব সময় বিশেষভাবে দুআ কবুল হয়.....২৯

দুআর আদবসমূহ.....৩৫

আমার দুআ কবুল হয়েছে কি?.....৩৭

**জান্নাত কামনা ও জাহান্নাম থেকে নাজাত চাওয়ার দুআ.....৪০**

**মাগফিরাত ও রহমাত প্রার্থনার দুআ.....৪২**

**হিদায়াত, সঠিক পথ ও দ্বীনের ওপর অবিচলতা চাওয়ার দুআ.....৫১**

**দুনিয়া ও আখিরাত—উভয় জাহানের কল্যাণ প্রার্থনার দুআ..৫৭**

**দ্বীনদারির সংশোধন ও আখিরাতের কল্যাণ চাওয়ার দুআ....৬৫**

দুনিয়াদারির কল্যাণ ও অবস্থার সংশোধন কামনার দুআ.....৭০
ক্ষমা ও সুস্থতা চাওয়ার দুআ.....৭৪
শারীরিক ও মানসিক বিপদাপদ থেকে আশ্রয়প্রার্থনার দুআ.....৭৭
ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয়প্রার্থনার দুআ.....৮৪
হেফাজত ও সাহায্য চাওয়ার দুআ.....৮৭
যেসব ওসিলার মাধ্যমে দুআ শুরু করবে.....৯০

# দুআ : ভাবনা, আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতা[১]

দুআ—আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দার একান্ত কথোপকথন; ঐকান্তিক যোগাযোগ। ইবাদাতের যত রূপ ও ধরন ইসলামে আছে—সবকিছুর মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দুআ নিহিত। এরপরও আলাদা করে দুআ করতে শেখানো হয়েছে। কারণ, দুআ মুমিনের শক্তি। রবের সাথে সরাসরি নিজের আলাপন, দাবি-দাওয়া উপস্থাপন। খোদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উদ্বুদ্ধ করেছেন; কুরআনুল কারিমে দুআ করতে শিখিয়েছেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো দুআর বিশাল এক ভাণ্ডারই দিয়ে গেছেন উম্মাতকে। আসমানি ধর্ম ব্যতীত পৃথিবীর আর কোনো ধর্মে প্রতিপালকের সাথে প্রতিপালিতের সরাসরি যোগাযোগ ও সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম রাখা হয়নি। বরং সকল ধর্মেই নানা মধ্যস্থতা করে 'প্রভু'র সাথে আলাপন করতে হয়। প্রাচীন এই ধ্যানধারণাকে ভেঙে দিয়ে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন—

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۞

তোমাদের রব বলেছেন—তোমরা আমাকে ডাকো; আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।[২]

---

১. বিস্তারিত এই লেখাটি অনুবাদকের পক্ষ থেকে সংযোজিত।

২. সূরা গফির : ৬০

প্রাচীন ধর্মগুলোতে রবকে আব্দ (বান্দা) থেকে পৃথক রাখার যে সংস্কৃতি, বহুকাল তা দেখে আসা মানুষদের মনে প্রশ্ন আসা প্রাসঙ্গিক যে, যাঁর কাছে মানুষ দুআ করবে, সেই মহান রব কোথায়? আমাদের দুআ ও ডাক কি তিনি শুনবেন? তিনি আমাদের কাছে না দূরে? কাছে হলে চুপিচুপি কথা বলব, দূরে হলে সশব্দে সব কথা তাঁকে জানান দেবো। স্বভাবতই নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রশ্নের সম্মুখীন হলেনও। প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তাআলা জানালেন—

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۞

(হে নবী,) যখন আমার বান্দারা আপনাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, (আমি কোথায়?) তবে (বলুন) আমি (তাদের) কাছেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি, যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে।[৩]

দুআ মূলত দুই প্রকার।

১. দুআউল ইবাদাহ।

২. দুআউল মাসয়ালাহ।

দুআউল ইবাদাহ হলো এমন দুআ—যা ইবাদাতের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে করা হয়। যেমন—সলাতের শুরুতে সূরা ফাতিহা থেকে দুআয়ে মাসুরার শেষ পর্যন্ত পুরোটা সময় আমরা কেবল দুআই করি। অন্যান্য ইবাদাতের মধ্যেও প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে দুআর বিষয় থাকে। আর দুআউল মাসয়ালাহ হলো এমন দুআ—যাতে দুআকারী নিজের উপকারী বিষয় চায় এবং ক্ষতিকর বিষয় থেকে মুক্তি চায়। এককথায়—নিজের চাওয়া-পাওয়ার কথা আল্লাহ্‌র কাছে

৩. সূরা বাকারা : ১৮৬

মোটকথা, মুমিনের বাস্তব জীবনে দুআর মতো প্রভাব বিস্তারকারী ও উপকার আনয়নকারী আমল দ্বিতীয়টি নেই।

## দুআ কবুলের শর্তাবলি

দুআ যেমন শক্তিশালী, তেমনই তা কবুলের বিষয়টিও বেশকিছু শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ শর্তের সাথে যুক্ত। দুআ কবুলের জন্য এসব শর্ত মানা জরুরি। প্রতিটি শর্তই কুরআন-সুন্নাহর নুসুস দ্বারা সুসাব্যস্ত।

১. রিযিক হালাল হওয়া।

উপার্জন হালাল হওয়ার ব্যাপারে কুরআন-হাদিসে অসংখ্যবার সতর্কতা ও নির্দেশনা তো দেওয়া হয়েছেই; দুআ কবুলের ক্ষেত্রেও আলাদাভাবে এ-শর্তটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, হারাম রিযিক দুআকে দুর্বল তো করেই; বাতিলও করে দেয়। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ

---

আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সুনির্ধারিত ও অবধারিত; যা পরিবর্তন করার সুযোগ নেই। যা এই হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক। তাহলে এই হাদিসের ব্যাখ্যা কী?

তাকদির মূলত দুই প্রকার। ১. মুবরম (مبرم) বা অপরিবর্তনীয়। যেটি লাওহে মাহফুজে লিখিত ও সংরক্ষিত আছে। চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয়। ২. মুআল্লাক (معلق) বা কোনো শর্তের সাথে যুক্ত। ফিরিশতাদের হাতে থাকা তাকদির লিপি। অর্থাৎ, ফিরিশতাদেরকে লিখে দেওয়া হয়—যদি দুআ করে, তাহলে অমুক বিষয়টি পরিবর্তিত হবে। এভাবে দুয়ার শর্তের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়। যদি দুয়া করে, তাহলে পরিবর্তিত হবে; আর যদি দুয়া না করে, তাহলে পরিবর্তিত হবে না। উক্ত হাদিস দ্বারা এই প্রকার তাকদিরই উদ্দেশ্য।

তোমরা কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করো।[৩৩]

## দুআ কবুল না হওয়ার কারণসমূহ

দুআ কবুল না হওয়ার কারণগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। হাফিজ ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহর ভাষায়—"দুয়া অপছন্দনীয় বিষয় দূরীকরণ ও কাঙ্ক্ষিত বিষয় অর্জনের অন্যতম শক্তিশালী কারণ। কিন্তু কখনো কখনো এর প্রভাব বিলম্বিত হতে পারে। এর কারণ হতে পারে—

১. দুআর নিজস্ব দুর্বলতা। যখন দোয়া হয় এমন, যা আল্লাহ পছন্দ করেন না; কারণ এতে সীমালঙ্ঘন রয়েছে।

২. অন্তরের দুর্বলতা। অর্থাৎ, দোয়ার সময় আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ না করা এবং একাগ্রতার অভাব। তখন দুআর অবস্থা হয় অত্যন্ত ঢিলা ধনুকের মতো। যেখান থেকে তির ছোড়া হলেও বের হয় খুব দুর্বলভাবে।

৩. দুআ কবুলের প্রতিবন্ধকতার উপস্থিতি।"[৩৪]

দুআ কবুলের প্রথম প্রতিবন্ধকতা তো হলো—দুআ কবুলের শর্তাথ বলি অনুসরণ না করা। এ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে। শিরোনাম আকারে সংক্ষেপে তা উল্লেখ করা হলো।

১. হারাম রিযিক গ্রহণ করা।

---

৩৩. সুনানুত তিরমিযী :৩৪৭৯; তবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত : ৫১০৯।
৩৪. ইবনুল কাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফি, পৃষ্ঠা : ৯।

গ্রহণ করে দুআ করা। কুরআনে এধরনের উসিলা-সহ দুআর একাধিক উদাহরণ রয়েছে।[৪৯]

৩. জীবিত কোনো নেককার ব্যক্তির উসিলা গ্রহণ করে দুআ করানো। হাদিসে এমন একাধিক ঘটনার প্রমাণ আছে।[৫০]

এছাড়া অন্য যত ধরনের উসিলা আছে, তার কোনোটা সরাসরি শির্ক পর্যায়ের, কোনোটা পরোক্ষ শির্ক পর্যায়ের; আর কোনোটা মতভেদপূর্ণ। ওপরোক্ত তিন প্রকার উসিলা গ্রহণ সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ।

## আমার দুআ কবুল হয়েছে কি?

দুআ করার পরেই মনের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রশ্ন উঁকি দেয়—আমার দুআ কবুল হয়েছে কি? এ-প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের বুঝতে হবে—অবস্থা ও পরিস্থিতিভেদে দুআ শক্তিশালী, দুর্বল ও সমান—তিন অবস্থা হয়। হাফিজ ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ লেখেন—"বিপদের মোকাবেলায় দুআ তিন স্তরের হয়। প্রথম স্থর : দুআ বিপদের চেয়ে শক্তিশালী হয়; ফলে বিপদকে প্রতিহত করে দেয়। দ্বিতীয় স্তর : বিপদের চেয়ে দুআ দুর্বল হয়। ফলে বিপদ দুআর ওপর সবল হয়ে ওঠে। তখন বান্দা বিপদে আক্রান্ত হয়। তবে, দুআ দুর্বল হলেও সেই বিপদ কিছুটা হালকা করতে সক্ষম হয়। তৃতীয় স্তর : বিপদ ও দুআ উভয়ে শক্তিতে সমান-সমান হয়। ফলে একে-অপরকে ঠেকিয়ে রাখে এবং কেউই অপরটির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।"[৫১]

৪৯. সূরা আলি ইমরান : ১৬, ৫৩; সূরা মুমিনুন : ১০৯
৫০. সহিহুল বুখারী : ১০১০, ১০১৩; সহিহ মুসলিম : ৮৯৭।
৫১. ইবনুল কাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফি : ১০।

## ◈ দ্বীনদারির সংশোধন ও আখিরাতের কল্যাণ চাওয়ার দুআ

৫৩.

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِيَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

অর্থ : হে আল্লাহ, আমার দ্বীনকে ইসলাহ করে দিন, যা আমার সকল কাজের সুরক্ষা। আমার দুনিয়াকে সংশোধন করে দিন, যেখানে আমার জীবন-জীবিকা। আমার আখিরাতকে সংশোধন করে দিন, যেখানে হবে আমার প্রত্যাবর্তনস্থল। আর আমার জীবনকে বানিয়ে দিন আমার জন্য সকল কল্যাণের প্রবৃদ্ধি; আমার মৃত্যুকে বানিয়ে দিন সকল অকল্যাণ থেকে প্রশান্তি।[১০৯]

৫৪.

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الوَفَاةَ خَيْرًا لِي.

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনার অদৃশ্যের ইলম দ্বারা এবং সৃষ্টির ওপর

১০৯. সহিহ মুসলিম : ২৭২০।